উড়ালগদ্য- ১২

কাজী জহিরুল ইসলাম

জাতিসংঘের সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়া অগণতান্ত্রিক

একটা কর্মশালায় যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক গেলাম ২০০৪-এর আগষ্ট মাসে।

ম্যানহাটনের ফোর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের নিউজ বিল্ডিংয়ের ১৮ তলায় কর্মশালা চলছে। হঠাৎ স্যুট-টাই পরা এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে সেমিনার কক্ষে ঢুকে পড়লেন। ঢুকেই বললেন, কফি আনানের অফিস থেকে তার একজন স্টাফ এসেছেন, তোমরা ৪৩টা দেশের মানুষ এই কর্মশলায় আছো, মহাসচিব জানতে চাচ্ছেন জাতিসংঘের রিফর্ম পরিকল্পণায় তোমাদের কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে কি-না। আমি খুবই দুঃখিত তোমাদের নির্ধারিত আলোচনায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য। কিন্তু আমার কিছু করার ছিলো না, মহাসচিবের নির্দেশ। হাতে সময় নেই, তোমরা যদি কিছু বলতে চাও এক্ষুণি বলতে হবে।

খোদ মহাসচিব আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন, চাট্টিখানি কথাতো না। কিছু বললে বলতে হবে খুবই ভেবে চিন্তে। সবাই একটা ধান্ধার মধ্যে পড়ে গেলো। কিছু একটা বলা খুবই সম্মানের ব্যাপার বলে সকলেই মনে করছেন কিন্তু বলতে হবে খুব বুঝে-শুনে। আলতু-ফালতু কিছু বলা যাবে না। পুরো সেমিনার কক্ষে একটা অকস্মাৎ নীরবতা নেমে এলো।

আমাদের সঙ্গে এক আফগানী ভদ্রলোক আছেন, আব্দুল গফুর। গফুরকে লক্ষ্য করেছি প্রায় প্রতিটা সেশনেই কিছু না কিছু বলছেন। বেশ সরব পার্টিসিপেন্ট। গফুরই মুখ খুললো সকলের আগে। *'জাতিসংঘের সদর দফতর আমেরিকা থেকে সরাতে হবে। আমেরিকায় সদর দফতর হওয়াতে জাতিসংঘ আমেরিকার হাতের পুতুল হয়ে গেছে।'* এরপর অনেকেই মতামত দিতে শুরু করলেন। আমিও কিছু বলবো ভাবছি, কি বলবো তা-ও জানি কিন্তু বলে কোনো লাভ হবে কি-না এইটা ভেবেই বলছি না। স্যুট পরা শাদা চামড়ার ভদ্রলোক একে একে সকলের কথাগুলো নোট করে নিচ্ছেন। মোটামুটি ওর কাজ শেষ। যে কোনো সভা-সেমিনারেরই একটা বৈশিষ্ট্য হলো, কন্ডাক্টর তার সেশনটি শেষ করার আগে আরেকবার অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞেস করেন, আর কারো কোনো বক্তব্য আছে কি-না। এরপর তিনি তার সেশন শেষ করেন। এই ভদ্রলোকও চলে যাবার আগে আরেকবার জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ কিছু বলবে? আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কিছু বলার আগে ওকে জিজ্ঞেস করলাম। অসম্ভব কোনো প্রস্তাব করা যাবে? ধরো, আমরা সবাই জানি এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভম নয়, এমন কোনো প্রস্তাব? লোকটির চোয়াল ঝুলে পড়লো। ওর শাদা মুখে যেন হঠাৎ করে একখন্ড কালো মেঘ

এসে ভর করলো। সেমিনার কক্ষের সকলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন কি অসম্ভব প্রস্তাব আমি করবো, ৪২টি মাথা তা খুঁজে বের করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

লোকটি দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, নিশ্চয়ই বলা যাবে। তোমার যা খুশি বলতে পারো। ও হয়ত মনে মনে বলছে, 'তুই তোর কথা বলে যা এ্যসহোল, সে কথা মহাসচিবের কাছে পাঠালেতো।' আমি বললাম, জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য হলো সারা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর ইদানিং তোমরা বলছো, গণতন্ত্র শান্তির পূর্বশর্ত। আমার এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, খোদ জাতিসংঘের সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়াটিই অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক। এই পর্যন্ত বলে আমি একটু থামলাম। আশে-পাশে চোখ বুলিয়ে অন্য সহকর্মীদের প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করলাম। কেউ কেউ আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মাথা দোলাচ্ছেন আর অনেকেই এখনো আমার মুখ থেকে পুরো কথা শোনার জন্য হা করে তাকিয়ে আছেন। গোড়া ভদ্রলোক ওর চিবুকে ডান হাত রেখে শাহাদাত আঙুল দিয়ে দাড়ি চুলকাচ্ছেন। আমি আবার শুরু করলাম, নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি সদস্যের যে ভেটো পাওয়ার আছে এটা গণতন্ত্রের গালে জুতো মারা। কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই ব্যবস্থা থাকতে পারে না। আমার পরামর্শ হচ্ছে, জাতিসংঘের রিফর্ম প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি সদস্য দেশের স্থায়ী সদস্যপদ এবং ভেটো পাওয়ার তুলে দেওয়ার সুপারিশ উত্থাপন করা উচিত। হলভর্তি সকলেই টেবিল চাপড়ে, করতালি দিয়ে আমাকে সমর্থন জানালেন। ঠিক তখনি যেন আমি এই প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করলাম আমাদের হন্ডুরাসের বন্ধু ডেভিড আর কিরগিজস্থানের গানিয়েভা ছাড়া সেমিনার কক্ষের তেতাল্লিশটি মুখের একটিও শাদা চামড়ার লোক নেই। আমরা সকলেই এসেছি তৃতীয় বিশ্বের কোনো না কোন দেশ থেকে। ছোটবেলা শুনতাম দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের ভোটাধিকার নেই। ওরা শুধু জন্মাতো শাদাদের দ্বারা শোষিত হওয়ার জন্য, শাসক হওয়াতো দূরের কথা, নিজের পছন্দমতো শাসক নির্বাচন করারও কোনো অধিকার ছিলো না ওদের। নিরাপত্তা পরিষদের অন্য দশ সদস্যের অবস্থাতো দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের মতোই। শুধু এই দশজন কেনো, চৌদ্দজন একমত হলেও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাবে না, যদি একজন ভেটো প্রদান করে। এটা গণতন্ত্রের প্রতি চরম অবমাননা। তার অর্থ কি এই, অন্য দশটি রাষ্ট্রের বোধ-বুদ্ধি এতোই কম যে তারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে অক্ষম? এই সভ্য দুনিয়ায় এই নিয়ম চলতে পারে না। আমাদের সকলকে যুগপৎ আবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এটা কোনো অবাস্তব প্রস্তাব নয়। এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

চিন্তা-ভাবনা যে চলছে এ কথাতো আমরা সবাই জানি কিন্তু এই চিন্তা-ভাবনা কি সত্যিই কোনোদিন বাস্তবায়িত হবে?

আবিদজান
১৮/০৩/০৬